ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রস্তাবিত দুদক আইন সংশোধনী বিল পুনর্বিবেচনা ও এ বিষয়ে জনমত সংগ্রহের দাবি

ঢাকা, ২ মার্চ ২০১১: জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটসহ সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি তদন্তে সরকারের পূর্বানুমতির বিধান সম্বলিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধনী বিল গতকাল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলেছে, প্রস্তাবিত সংশোধনী সংবিধান প্রদত্ত সকল নাগরিকের সমান অধিকারের অঙ্গীকারের পরিপন্থী এবং তা দুদকের কার্যক্রমে সরকারের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ব্যবহৃত হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান গণমাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, "দেশে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর করার অঙ্গীকার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আপোষহীন অবস্থানের সাথে সংসদে উপস্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাব একান্তই সাংঘর্ষিক। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো আইনে পরিণত হলে দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা খর্ব হবে এর ফলে দুদক প্রাক্তন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ন্যায় অকার্যকর হবে।"

জনাব ইফতেখারুজ্জামান আরো বলেন, "জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সরকার দুদকের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেই লক্ষ্যে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর উক্ত কনভেনশনের অঙ্গীকারপূরণে কৌশলপত্র গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে কমিশনকে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো দুদকসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারের অভিমত এবং এ সর্ম্পকে বিদ্যমান জনমতকে অস্বীকার করে জাতীয় সংসদে এই সংশোধনী বিল উত্থাপিত হওয়া একদিকে হতাশাব্যঞ্জক, অন্যদিকে জনগণের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার থেকে পিছু হঠার দুর্ভাগ্যজনক প্রমান।"

উল্লেখ্য, বিগত ২৪শে জানুয়ারি ২০১১ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক আলোচিত সংশোধনী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার প্রতিবাদে টিআইবি এক বিবৃতি প্রকাশ ও ২৯ জানুয়ারি সারাদেশে মানববন্ধন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। গোলটেবিল আলোচনায় দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা,বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজ্ঞ, গণমাধ্যমকর্মীসহ বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে পাওয়া অভিমত সংযুক্ত করে ১৮ দফা দাবি সম্বলিত দুদক আইন সম্পর্কিত টিআইবি'র পলিসি ব্রিফটি নবম জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিসহ সকল সদস্য বরাবরে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

অন্যদিকে, বিগত ২৬ এপ্রিল ২০১০ সালে মন্ত্রিপরিষদের সভায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত হওয়ার প্রতিবাদে টিআইবি দেশব্যাপী বিভিন্নভাবে প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। তার অংশ হিসেবে ১-৫ জুলাই ২০১০ এ দেশব্যাপী টিআইবি পরিচালিত এক জনমত জরিপে প্রায় ৯৭ ভাগ উত্তরদাতা দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি স্বাধীন ও কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং ৭৩ শতাংশ উত্তরদাতা প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিপক্ষে রায় দেন। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি সরকার ও সংসদের সকল সদস্যের নিকট সংশোধনীসমূহ পুনর্বিবেচনার দাবি করে। এ প্রেক্ষিতে পুনর্বিবেচনার জন্য তিন সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হলেও এরূপ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর মতকে উপেক্ষা করে আগের প্রস্তাবের পাশাপাশি আরো কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে যা দুদককে অধিকতর অকার্যকর করবে। সংশোধনী প্রক্রিয়ায় দুদকসহ অন্য স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত না করা গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ঘাটতির উদাহরণ বলে মনে করে টিআইবি।

টিআই্বি সংসদের চলমান অধিবেশনে দুদক আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী পাশ না করে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারসহ সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে অনুরোধ জানায়।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক-আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১২; ই- মেইল: rezwan@ti-bangladesh.org